রজত জয়ন্তী

দিন বদলের দীক্ষা
প্রশিক্ষণের শিক্ষা

জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমী

নীলক্ষেত, ঢাকা

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।

১৯ ফাল্গুন ১৪১৬
০৩ মার্চ ২০১০

বাণী

জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমী (এনএপিডি) ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে রজত জয়ন্তী উদযাপন করতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি এ প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই।

আমি জেনে খুশি হয়েছি যে, ১৯৮৫ সনে প্রতিষ্ঠার পর থেকে একাডেমী একটি পেশাদার প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে যথাযোগ্য ভূমিকা রেখে আসছে। বিগত বছরে প্রতিষ্ঠানটি দেশের সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত এবং এনজিওসহ বিভিন্ন সংস্থার প্রায় বিশ হাজার কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ দান করেছে, যা প্রশংসনীয়। আমি বিশ্বাস করি এ একাডেমী দেশে দক্ষ মানব সম্পদ তৈরির নিমিত্ত কর্মকর্তাদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি তাদেরকে আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তি বিষয়ে সমৃদ্ধ করতে যথাযথ ভূমিকা পালন করবে।

আমি জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমীর উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক ।

মোঃ জিল্লুর রহমান

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

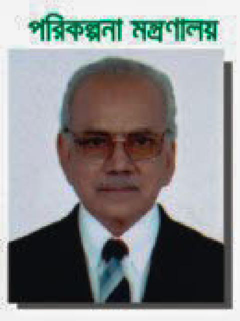

এয়ার ভাইস মার্শাল (অবঃ) এ কে খন্দকার
মন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমী (এনএপিডি) ২০১০ সনে ২৫ বছর পূর্তি উদযাপন করতে যাচ্ছে। এই শুভলগ্নে আমি এনএপিডি এর বোর্ড অব গভর্ণরস্, মহাপরিচালক, অনুষদ সদস্যবৃন্দ এবং সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

স্বাধীনতার পর পরই সরকার বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নিজস্ব অর্থ ও বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট উন্নয়ন ও কারিগরী পরিকল্পনা প্রস্তুত, বাছাই, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন করতে গিয়ে দক্ষ জনশক্তির অভাব উপলব্ধি করে। এরই ফলশ্রুতিতে উন্নয়ন ক্ষেত্রে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকার ১৯৮০-১৯৮৫ মেয়াদে বাস্তবায়িত দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে একটি উন্নয়ন প্রকল্প আকারে পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমী চালু করে। ১৯৮৫ সালের ০৩ ফেব্রুয়ারী রাজস্বখাতভুক্ত কাঠামোর আওতায় এনে একাডেমীকে একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করা হয়। দীর্ঘ ২৫ বছরে এই প্রতিষ্ঠানটি প্রায় বিশ হাজার কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার গত ৩০ আগষ্ট, ২০০৯ তারিখে এই প্রতিষ্ঠানকে জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

ভবিষ্যতে জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমী দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে আরো অধিক ভূমিকা রাখবে বলে আমি আশাকরি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ দীর্ঘজীবি হোক।

এয়ার ভাইস মার্শাল (অবঃ) এ কে খন্দকার (বীর উত্তম)

সচিব
পরিকল্পনা বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা।

বাণী

আমরা সবাই আজ অত্যন্ত আনন্দিত যে জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমী তার প্রতিষ্ঠার রজত জয়ন্তী উদ্‌যাপন করতে যাচ্ছে। এই শুভলগ্নে এনএপিডি এর বোর্ড অব গভর্ণরস্, মহাপরিচালক, অনুষদবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

স্বাধীনতার পর থেকে দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে দক্ষ একটি জনশক্তি গড়ে তোলার ব্রত নিয়ে প্রতিষ্ঠানটির যাত্রা শুরু। দীর্ঘ ২৫ বছর একাডেমী থেকে প্রায় বিশ হাজার কর্মকর্তা প্রশিক্ষিত হয়েছে। তাঁরা জাতীয় উন্নয়নে অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন। বর্তমানে বিভিন্ন কোর্সে এনএপিডি দেশের সরকারী, আধা-সরকারী, স্বায়ত্ব শাসিত এবং এনজিওসহ বিভিন্ন সংস্থার কর্মকর্তাদের উন্নয়ন পরিকল্পনা ও প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, অফিস ব্যবস্থাপনা, মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা, ক্রয় ব্যবস্থাপনা ও তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছে। এনএপিডি'র কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ একাডেমীর প্রশিক্ষণের মান পরিধি বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। এজন্য তাদেরকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

প্রতিষ্ঠার ২৫ বছর পূর্তিতে আমি একাডেমীর আরো উত্তোরত্তর সমৃদ্ধি কামনা করি।

২৮-২-১০
(মোঃ হাবিব উল্লাহ মজুমদার)

SPECIAL SUPPLEMENT

২৫ বছর পূর্তি উৎসব

১৯৮৫-২০১০

National Academy for Planning and Development: An entity for Development Philosophy

Introduction: Bangladesh won her victory through a bloody war in 1971. During the liberation war, the physical infrastructure of the whole country was heavily damaged. The entire fabric of the society was severely jolted. It took a long spell of deep thinking to recover from this stage of silence to resilience. From such a blurred spectrum of national pschy, the history of planning and development of Bangladesh started with the constitution of the Planning Commission by a resolution of the government in January 1972. Bangabandhu Sheikh Mujibar Rahman, Hon'ble Prime Minister, Government of the People's Republic of Bangladesh, was the first Chairman of the Planning Commission. Mr. Tajuddin Ahamed was in-charge of the Ministry of Planning (Planning Commission). The Commission was conceived of to be a professional body at the top level. The Deputy Chairman of the Commission was given the status of a Minister without cabinet rank and the three other members were given the status of Ministers of the State . Professor Nurul Islam, an eniment economist, was inducted as the first Deputy Chairman of the Commission. Professor Musharaf Hossain, Professor Rehman Sobhan and Professor Anisur Rahman were selected as members of the Commission.

The Planning Commission was mandated to prepare national annual plans, five year plans and perspective plans for the socio-economic development of the country in accordance with the stipulated policy objectives of the government. The government issued direction and determined the order of priority within the frame-work of policies and programs. The Planning Commission, in less than one year, prepared the First Five Year Plan for reconstruction and development of the infrastructure of the country taking into consideration the inescapable socio-economic and political realities of that time of the country.

Formal Initiative : The FFYP recognized the need for developing human resoures and stressed for the efficiency of administration and management. The acute shortage of manpower prompted the government to take up a training program for the civil servants. The Father of the Nation focused on the introduction of functional and coordinated training programs. Those programmes were designed to address the training needs of civil servants and technical personnel of nation building departments. Accordingly, a decision of the 'National Training Council' for the skill development of the stakeholders appeared in the horizon. Then, the training policies were laid down, needs were assessed, training contents were developed and implementation of training programs started.

Origin of the Academy: The origin of the Academy may be traced back to the felt need of a project to strengthen and improve the technical proficiency of officers in Planning and Development. The establishment of the Academy was initiated by the Public Administration Sector of the Socio-Economic Division of the Planning Commission. A development project entitled 'Development of Planning Machinery' was taken up. Eventually, the issue of training in 'Planning and Development' was included in the Annual Development Plan of 1980-1981. Thereafter, Mr.Md.Jainul Abedin, the then Section Officer was appointed as the Vice Principal of the proposed Academy.

Location of the Academy. The Academy, for the first time, started functioning in a hired accommodation at Aurongozeb Road, Mahammadpur, Dhaka. The present site of the Academy at Nilkhet originally belonged to a project, namely, 'Development of the National Foundation for Research on Human Resources Development'. A 3-storied building was constructed under the project by the Commission. Then, the 'Martial Law Pruning Committee' pruned the project. Later on, this building was alloted to the Academy for Planning and Development. The then Minister for Finance Mr.AMA Muhith handed over it to Mr.Md. Jainul Abedin, Vice Principal of the Academy.

Permanant Academy: The government conferred upon the Academy the Status of a permanent institution and transferred it into the revenue budget on 3rd February, 1985. Thereafter, the government ensured smooth running, supervision and control of the Academy by constituting a 15-Members Board of Governors under the Chairmanship of the Hon'ble Minister for Planning. The Director General of the Academy provides all kinds of support to this board as the member secretary.

Need Based Courses: Above all, training friendly environment and distinct characteristics of this Academy are, indeed, a matter of pride for all stakeholders. Among the courses offered by the Academy, the specialized ones are: 'Development Planning and Project Management', 'Office Management', 'Financial Management', Human Resource Management', 'Millennium Development Goals', and 'Procurement Management'. The courses already attracted the attention of the intelligentsia of they country. In every year, the Academy, on an average, accomplishes 30-35 training courses successfully.

Core Training Courses : On understanding the importance of training, the major government and the non-government organizations have correctly felt the necessity of quality training in their bid to make their own officers and staff members more trained in the competitive world. Recently, the government has redesignated the name of the Academy. Now, the Academy is known as `National Academy for Planning and Development (NAPD)'.

At present, there are 15 'day courses' and 7 'evening courses' in the current training calendar of the Academy. Essential courses, viz, a 10-months long 'Diploma On Development Planning', a 6-months long specialized course on 'Project Planning and Development Management' and 4-months long 2 courses on 'English Language Proficiency' are being organized by the Academy on regular basis.

Present Challenges: To enhance efficiency, the only means is to concentrate on training. Since independence, the Population of the country has increased two-fold. Besides, a multi dimensional deep change has taken place in the field of science and technology. To cope up with the change, we are in dire need for attaining the technological sophistication and the ICT super speed. The famous Bengali proverb 'Coarse rice and fresh fish' is no more true today. By now, many modern gazettes of daily life have already entered into the list of common consumption of the people. Therefore, the government is confronted with the challenges of providing all the basic necessities and the modern facilities to the people. The government is firmly committed to address the demand for the people. Dhaka City already has turned into a mega city. The present population is 12 million. It has reached the peak of population growth. The government is going to launch a number of mega projects for modernization of this city. To reduce the unbearable traffic congestion, the government has taken up a decision to expand the area of the city and establish underground rail and road links including sky train services. The government immediately needs a group of skilled manpower conversant with development and technical knowledge for pre-project bilateral negotiations. After finalization of loan agreements, we need a pool of trained development activists for successful implementation of the projects. National Academy for Planning and Development is on war footing to provide all-out support to the government in realization of the dreams. An initiative is underway to get the affiliation of the University of Dhaka for introducing a 'Masters Course' on 'Development Planning and Project Management' in this Academy. A draft Syllabus for this course has already been prepared. It is expected that the course will see the light of the sun very soon.

Dreams and Promises: It has been planned to introduce research studies leading to Ph.D degree on 'Development Planning and Project Management' in this Academy in a near future. To run the initiative smoothly, necessary steps have been taken for placement of requisite number of Ph.D scholars in this Academy. NAPD is located in the heart of Dhaka City. Faculty members are professionally sound, mentally fit and collectively dedicated. The government is committed to improve their quality. We need a push. We are promised bound to learn and impart training to the people and serve the nation better.

Conclusion: Globalization refers to the compression of the world and the intensification of consciousness about the world as a whole. It spreads through a globe-spanning network of communication and execution. It is an ongoing process by which regional economies, societies and culture have been integrated. NAPD, as a specialized institute, may strive for attaining the status of a 'center of excellence' in the SAARC region. We will build up our relations with the partner institutes in the region in a more meaningful way. In the long run, we hope to pronounce our existence loudly in the world of skill development, particularly, in the area of planning and development. May Almighty bless us all!

M.A.Kamal, Ph.D
Director General

National Academy for Planning and Development
Nilkhet, Dhaka

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৯ ফাল্গুন ১৪১৬
০৩ মার্চ ২০১০

বাণী

জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমির (এনএপিডি) রজত জয়ন্তী উদ্‌যাপিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি এ প্রতিষ্ঠানের বোর্ড অব গভর্নরস এর সদস্যবৃন্দসহ সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারি এবং প্রশিক্ষণার্থীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

স্বাধীনতার পর পরই ১৯৭২ সালে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশের সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমির মত একটি বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার চিন্তা করেছিলেন। তারই ধারাবাহিকতায় ১৯৮৫ সালে পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি একটি বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠে।

আমি জেনে আনন্দিত যে, এই প্রতিষ্ঠানটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অত্যন্ত প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। বর্তমান সরকার প্রশিক্ষণের গুরুত্ব অনুধাবন করে পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমিকে 'জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি' হিসেবে উন্নীত করেছে।

প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে টিকে থাকতে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি আরও কার্যকর ভূমিকা পালন করবে - এটাই সকলের প্রত্যাশা।

আমি একাডেমির উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

এইচ টি ইমাম
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সংস্থাপন ও প্রশাসন বিষয়ক উপদেষ্টা

বাণী

সমৃদ্ধ, সুখী ও আত্মপ্রত্যয়ী জাতি গঠনের ক্ষেত্রে সঠিক পরিকল্পনার কোন বিকল্প নেই। উন্নয়নশীল বিশ্বের জন্য পৃথিবীর যে সকল দেশ আজ সভ্যতা ও অগ্রগতির মডেল হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে (সিঙ্গাপুর, হংকং, মালয়েশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া এবং চীন) সেই দেশগুলোর এগিয়ে চলার মূল কারণই হচ্ছে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তার যথাযথ বাস্তবায়ন। এজন্য তারা পরিশ্রমও করেছে ব্যাপক।

একবিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্নে দাঁড়িয়ে আজ বাংলাদেশেরও সময় এসেছে সঠিক পরিকল্পনা নিয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হবার। সে লক্ষ্যে বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্য নেতৃত্বে *'দিন বদলের সনদ'* বাস্তবায়নের প্রয়াস নিয়েছে। বাস্তবিক অর্থে জননেত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত দিন বদলের সনদ বাংলাদেশের আগামী দিনের উন্নয়নের এক সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও দিক নির্দেশনা। এর বাস্তবায়নে আমাদের সকলকে কাজ করতে হবে একযোগে। সেই প্রেক্ষাপট বিবেচনায় বাংলাদেশ পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমীর মতো প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে অতি গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা প্রণয়নে যাঁরা কাজ করবেন, তাঁদেরকে যথাযথভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং সেই প্রশিক্ষণ কার্যকরভাবে প্রয়োগ সম্ভব হলে সরকার তার অভীষ্ঠ লক্ষ্য অর্জনে অনেক দূর এগিয়ে যেতে পারে।

আগামী ৩রা মার্চ জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমী, এনএপিডি, তার প্রতিষ্ঠার ২৫ বছর উদযাপন করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ শুভলগ্নে জাতীয় এ প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদের সম্মানিত সভ্যবৃন্দ, বিদ্যোৎসাহী মহাপরিচালক, অনুষদ সদস্যবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। দেশ ও জাতি গঠনে, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে এনএপিডি তার প্রত্যাশিত ভূমিকা পালন করবে এবং দেশ ও দেশের বাইরে বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার একটি Centre of Excellence হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে - এই আশা সকলের মতো আমারও। একাডেমীর ২৫ বছর পূর্তি উদযাপনের সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবি হোক।

(এইচ টি ইমাম)

মহাপরিচালক
জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমী

বাণী

২০১০ সনের চলতি মাসে জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমী ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে রজত জয়ন্তী উদযাপন করতে যাচ্ছে। এই মাহেন্দ্রক্ষণে আমি এ প্রতিষ্ঠানের বোর্ড অব গভর্ণরসের মাননীয় সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সদস্যবৃন্দ, অনুষদ সদস্য বর্গ, কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং প্রশিক্ষণার্থীগণকে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

মহান স্বাধীনতা প্রাপ্তির উষালগ্ন থেকেই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার দেশের সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা প্রকটভাবে অনুধাবন করেছে। ১৯৭২ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নিজস্ব অর্থ ও বৈদেশিক সাহায্যের মাধ্যমে দেশের উন্নয়ন ও কারিগরি পরিকল্পনা প্রস্তুত, বাছাই, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন করতে গিয়ে প্রথমেই দক্ষ জনশক্তির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। এই ধারাবাহিকতায় উন্নয়ন কাঠামোর প্রাথমিক গোড়া পত্তন ও সংস্কার পর্ব শুরু হয়। এই সময় বঙ্গবন্ধু জাতীয় প্রশিক্ষণ নীতি প্রণয়ন অনুমোদন করেন। তারপর, সরকার ১৯৮১ সনে উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় মোহাম্মদপুর এলাকায় 'পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমী' বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রাথমিক যাত্রা শুরু করে। রাজস্ব বাজেটের আওতায় ১৯৮৫ সনে ঢাকা মহানগরের প্রাণকেন্দ্র নীলক্ষেতে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীন 'পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমী' প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকে একাডেমী উন্নয়ন কার্যক্রম সংক্রান্ত বিষয়ের অনিবার্য প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে এ পর্যন্ত সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পর্যায়ের প্রায় ২০,০০০ কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ দিতে সক্ষম হয়েছে। বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একাডেমীর মর্যাদা ও পরিচিতি বৃদ্ধির লক্ষ্যে একাডেমীর বোর্ড অব গভর্ণরসের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে গত ৩০ শে আগষ্ট ২০০৯ একাডেমীর নতুন নামকরণে সম্মতি প্রদান করেছে। বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠান- 'জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমী' নামে পরিচিত।

চলমান বিশ্বায়নের যুগে বাংলাদেশের উন্নয়ন চাহিদা দিনদিন বেড়ে যাচ্ছে। পুরো দেশের নিরবচ্ছিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন এই গণতান্ত্রিক সরকারের বহুল প্রচারিত ম্যানডেট। এই ম্যানডেটকে জনগণের প্রত্যাশা অনুসারে বাস্তবায়ন করতে হলে সুদক্ষ উন্নয়ন কর্মী গড়ে তোলার বিকল্প নেই। বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তরিত করতে আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান সমূহের মানের আদলে এই একাডেমীকে উন্নত করতে হবে। এই একাডেমীর সুবর্ণজয়ন্তী পালনের পূর্বে মহান ব্রত নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার শপথই আমাদের আজকের বড় অঙ্গীকার।

জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমী এই দেশ ও গণমানুষের উন্নয়নে সেবা অব্যাহত রাখবে - আমি তা দৃঢ়ভাবে আশা করি।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক ।

ড. এম. এ. কামাল